R. N. No. 2532/57

Phone No. 66-228, STD 03483

Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ ফেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন : ৬৬-২২৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল।
১৬ই আগষ্ট, ১৯৯৫ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

গ্রেপ্তারের সাথে সাথে মহসিনকে নেতা বানিয়ে কংগ্রেসের থানা অবরোধ, বন্‌ধের ডাক

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ১০ আগষ্ট ব্যবসায়ী ও কংগ্রেস সমর্থক মহসিন বিশ্বাসকে (ডাটা) পুলিশ বোমা তৈরী ও বোমা বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাঁকে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের খেজুরতলা গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে। মহসিনের বাড়ীর সামনেই বোমা বিস্ফোরণে পাতলাটোলা গ্রামের মুক্তার সেখ প্রাণ হারান। গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা ও সেকেন্দরা গ্রামের কিছু মহিলা ঐ দিন বিকাল থেকে রাত্রি ১০টা অবধি মহসিনের মুক্তির দাবীতে থানা অবরোধ করেন ও পরে ১১ আগষ্ট ১২ ঘণ্টার রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর বন্‌ধ ডাকেন। থানা অবরোধকালে থানা গেটে হবিবুর রহমান, মহঃ সোহরাব, কালু খাঁ সহ ছাত্র পরিষদ, আই এন টি ইউ সি প্রভৃতি কংগ্রেসী সংগঠনের নেতারা ওসি প্রবীর রায়ের বিরুদ্ধে শ্লোগান ও বক্তৃতা দেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, ওসি সিপিএমের সঙ্গে পরামর্শ করেই মহসিনকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। অথচ রঘুনাথগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় সিপিএমের কংগ্রেসীদের উপর অত্যাচার ও বোমাবাজীর অভিযোগ আনলে প্রবীরবাবু তা কানেই তোলেন না। কংগ্রেসীরা ওসিকে সিপিএমের একজন ক্যাডার বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে ওসি প্রবীর রায় আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, মানুষ পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে বিক্ষোভ দেখায়, অবরোধ করে। অথচ আমি একজন দাগী স্মাগলার ও কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে গ্রেপ্তার করায় কংগ্রেস বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, বন্‌ধ ডাকছে। ধৃত মহসিনের বিরুদ্ধে সেসন ট্রাইবাল কেস চলছে বহরমপুর কোর্টে। যার সাজা, সাত আট বছর জেলও হতে পারে। গত ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত মহসিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ থানায় নথিভুক্ত আছে। তিনি এর আগে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। গত ৫/৬ বছর প্রতিপক্ষদের বিরোধীতায় নিজের গ্রামে পর্যন্ত ঢুকতে পারেননি। মাস খানেক থেকে গ্রামে বাস করছেন। পূর্বে গ্রেপ্তার হলে কংগ্রেসীরা তখন কোন বিক্ষোভ দেখায়নি, অথচ আজ দেখাচ্ছে। কারণ সামনেই বিধানসভার ভোট, আর এই সময় মহসিনের মত একজন প্রভাবশালী ভোট ক্যাচারকে গ্রেপ্তার করলে তাতে নির্বাচনে কংগ্রেসের অসুবিধা হবে—এ জন্যই এত উত্তেজনা, বিক্ষোভ। এদিকে ১১ আগষ্ট মহসিনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কংগ্রেসের ডাকা বন্‌ধে সকালে সবজি ও মাছের বাজার খোলা ছিল। পুলিশী পাহারায় পৌরসভা ও ষ্টেট ব্যাঙ্ক খোলা থাকলেও স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে। স্কুল-কলেজ, বাস, বিভিন্ন অফিস আদালতও এদিন গতানুগতিক বন্‌ধ পালন করে। বন্‌ধকে ঘিরে ঐদিন জঙ্গিপুর কলেজে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষসহ ২৬ জন অধ্যাপক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের এস এফ আই এর সমর্থকরা সন্ধ্যা ৭-৩০ পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখে। খবর ঐ দিন সকাল ১০-৩০ মিঃ ছাত্রপরিষদের সমর্থকরা কলেজের গেট অবরোধ করে। পরে এস এফ আই এর সমর্থকরা অধ্যক্ষকে কৈফিয়ৎ তলব করে, কেন তিনি নোটিশ দিয়ে বেলা ১১টায় কলেজ ছুটী দিয়ে দিলেন। এর প্রতিবাদে তারা কলেজে উপস্থিত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখে। তবে দেরীতে আসা অধ্যাপকরা এস এফ আই এর ঘেরাও চলায় কলেজে প্রবেশ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মনিগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জঙ্গিপুর মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক সুবোধ ভদ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি চার মাস যাবৎ স্কুলের কোন সভাতেই উপস্থিত হননি। উপরন্তু গত ২৩ জুলাই যে সভা ডাকেন সে সভায় কেউ উপস্থিত হননি এমন কি তিনি নিজেও না। খবর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাধন ব্যানার্জী (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে শহরে দুরবস্থা

ধুলিয়ান ঃ এই পুর শহরটি এমনিতেই খিঞ্জি, তার উপর জলনিকাশী ব্যবস্থা নাই বললেই হয়। অপরদিকে প্রধান রাজপথগুলির দুপাশ এমনভাবে জবর দখল হয়েছে যে নর্দমা তৈরী সম্ভব নয়। জবর দখল করে পথের দুপাশে চা, পান, মিষ্টির দোকান, রেষ্টুরেন্ট এমনভাবে গজিয়ে উঠেছে যে, সেই সব দোকানের হাত ধোওয়া, বাসন ধোওয়া জলে চলার পথ নোংরা হয়ে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রঃ)

কামালপুর জনকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে এসডিও অফিস অভিযান

নিমতিতা ঃ সাংবাদিক আশিক হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানি করার প্রতিবাদে এবং অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে কামালপুর জনকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে আগামী ২৩ আগষ্ট জঙ্গিপুর মহকুমা অফিস অভিযান ও বিক্ষোভ অবস্থানের কর্মসূচী নিয়েছেন কামালপুর, দুর্গাপুর, শিবনগর (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর কি কি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০২ সাল

॥ পুনশ্চ ॥

জঙ্গিপুর মহকুমা সদর হাসপাতাল সম্বন্ধে আমরা এই পত্রিকায় বহুবার লিখিয়াছি। বরং বলা চলে, লিখিয়া ক্লান্ত হইয়াছি। হাসপাতাল চত্বরের অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, ভিতরের বিশেষ করিয়া মহিলা ওয়ার্ডের বারান্দার নোংরা-অপরিচ্ছন্ন-গন্ধময় অংশ, শৌচাগারগুলির দুর্দশা ইত্যাদি জনস্বাস্থ্য-হানিকর বহু চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহার পর আছে অভ্যন্তরীণ পরিচালনার কথা, এ্যাম্বুল্যান্স, এক্সরে-যন্ত্র প্রভৃতির শোচনীয় হালের কথা। ঔষধপত্রের অলভ্যতা রোগীর অভিভাবকদের গা-সহা হইয়া গিয়াছে। হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ লাভ করিতে হইলে আজকাল রীতিমত পকেটভারী হওয়া চাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সহ্যের বাড়া গুণ নাই, তাই সবই মানিয়া লইতে হইতেছে। কারণ 'হবে তা সহিতে/মর্মে দহিতে/আছে যে ভাগ্যে লিখা।'

কিন্তু আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ হইতে এই হাসপাতালে এক নয়া ব্যবস্থার কথা জানা গিয়াছে। তাহাতে তাজ্জব হইবেন না, আশা করি, এমন কেহ নিশ্চয়ই নাই। এই জন্যই আমাদের বর্তমান নিবন্ধ।

খবরে জানা গেল যে, হাসপাতালের জিডিএ-রা সঙ্ঘবদ্ধভাবে এক নয়া অভিযানে নামিয়াছেন। এই অভিযান প্রসূতি মায়েদের বিরুদ্ধে তথা তদীয় অভিভাবকবর্গের বিরুদ্ধে। জিডিএ-রা এক অভিনব উপায়ে অর্থোপার্জনে নামিয়াছেন। অবশ্যই এই অর্থাগমের ব্যাপারটি প্রমাণিত হইবার উপায় নাই। একমাত্র প্রসূতি মায়েরা বা তাঁহাদের অভিভাবকেরা যাহা বলিতেছেন, তাহাই সব কিছু; কাগজ-কলমের কোন ব্যাপার এখানে নাই। তাই করিবার কিছু নাই। সুতরাং ইহা চলিতেছে ও চলিবে। জানা যাইতেছে যে, জিডিএ-রা প্রসূতি-আগার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে মায়ের বেড়ে আনিয়া দিবার জন্য ১০০/১৫০ টাকা বকশিস (?) দাবী করিতেছেন। অসহায় প্রসূতি-মায়ের মুখ চাহিয়া তাঁহার অভিভাবক এই বকশিস (সেলামী?) নাকি দিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহার প্রতিবাদ করিলে বা টাকা দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে সদ্যোজাত শিশুর ভাগ্যে প্রসূতি-আগারে যথেষ্ট সময় পড়িয়া থাকা ছাড়া উপায় থাকে না।

ডাক্তার ও নার্সদিগকে অজস্র ধন্যবাদ যে, তাঁহারা এই কাণ্ডকারখানা যাহাতে না চলে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু জিডিএ-দের সংগঠন শক্তির কাছে তাঁহারাও হার মানিতেছেন বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। জিডিএ-দের দুর্নিবার লোভ এবং অমানবিক আচরণের প্রতিকার কীভাবে হইতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয়। অথচ সাধারণ অবস্থার প্রসূতি-মায়েদের হাসপাতালের সহায়তা অবশ্যই লইতে হইবে। নার্সিংহোমে ভর্তি হইবার মত কাঞ্চনকৌলীন্য কয়জনেরই বা থাকিতে পারে? এই বিষয় জিডিএ-রা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা অর্থাগমের নয়া ধান্ধায় মাতিয়াছেন। এইরূপ না করিয়াই বা তাঁহারা করিবেন কী? জন্মহার নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকিত, তবে তাঁহারা অল্পস্বল্প বকশিস বহু প্রসূতি-মায়ের নিকট হইতে পাইতেন। তাঁহাদের উপরি লাভ পোষাইয়া যাইত। তাই শিশুকে মায়ের বেডে আনিয়া দিবার জন্য তিন অঙ্কের টাকা বকশিস লইতে হইতেছে। আর সংগঠনও তাঁহাদিগকে শক্তি প্রদান করিতেছে। অতএব একটি শিশুর জন্মের জন্য একটি ভাল রকমের অর্থবরাদ্দ শিশুর জন্মদাত্রীর অভিভাবককে রাখিতেই হইবে।

বন্‌ধ—সহে না যাতনা

উদ্দীপ ঘটক

বন্‌ধ। হ্যাঁ, 'বন্‌ধ' নামক ভোঁতা অস্ত্র আর কাজ করে না, বন্‌ধের মাধ্যমে কোনও আন্দোলনও আর ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তবে বনধ কেন? আগে বন্‌ধ বা হরতালের মাধ্যমে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ প্রকাশ করতো, আর এখন বন্‌ধ নামক অন্তিম ও মোক্ষম অস্ত্রটি অতি ব্যবহারে ভোঁতা হয়ে মানুষের কাছে এক নরক যন্ত্রণার সামিল। সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত। পুলিশের গুলি-চালনাই হোক বা কেন্দ্রের শিল্পনীতির বিরুদ্ধেই হোক বা কেউ খুন হোক বা কেউ গ্রেপ্তার হোক প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে বন্‌ধ ন্যায্য কিনা, তারও এককথায় উত্তর মেলে না। 'বন্‌ধের স্বপক্ষে যুক্তি—প্রতিবাদের ফলে ভুল এবং ক্ষতিকর নীতি বদলানো হবে, সরকার দায়িত্বশীল হবেন, পুলিশ সংযত হবে।' আর বিপক্ষের যুক্তি—বন্‌ধ মানেই দেশের সর্বনাশ, ব্যবসা-বাণিজ্যর ক্ষতি, দিনমজুরের লোকসান, মাঝখানে নিরীহ জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত। আশ্চর্য্যের কথা তবুও সব দলই বন্‌ধের ডাক দেয়।

আসলে প্রশ্নটা ন্যায় অন্যায়ের নয়। বন্‌ধ নামক বহুল ব্যবহৃত অস্ত্রটি আদৌ কোনও কাজ করছে কিনা সেটাই প্রশ্ন। এই বন্‌ধের বিকল্প রাস্তা বহু আছে। যেমন—কালো ব্যাজ ধারণ, স্বাক্ষর সংগ্রহ, শাঁখ বা ঘণ্টা বাজিয়ে প্রতিবাদ প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি বড়ই কষ্টসাধ্য বা বন্‌ধের মতো তাতে তেমন গ্ল্যামার নেই, তাই বন্‌ধ। প্রতিবাদের ভাষা হবে—নির্জন অফিসপাড়া, ফাঁকা ষ্টেশনে দু চারজন নিদ্রিত মানুষ, সুন্‌সান রাস্তাঘাট। তাহলেই বন্‌ধ সফল। কিন্তু বন্‌ধে মানুষ বিভিন্নভাবে সাড়া দেয়। কেউ আন্তরিকভাবে প্রতিবাদের প্রেরণায়, কেউ ছুটির লোভে, কেউ ঝামেলা এড়াতে। অর্থাৎ বন্‌ধ মানে বাধ্য হয়ে। তাই প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে এই বন্‌ধ আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন। সরকারই রাজ্য বা দেশ অচল করে দিয়ে বন্‌ধ পালনে বাধ্য করান, আবার বন্‌ধের শেষে বন্‌ধ সফল করার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান—জনগণের সঙ্গে বেশ রসিকতা। প্রশাসন পুলিশের ঘাড়ে বন্দুক রেখে বন্‌ধ নামক ছেলেখেলা করে যাবেন, আর তার ঘূর্ণীপাকে নিরীহ জনগণ একবার একে, একবার তাকে বাধ্য হয়ে সমর্থন করে যাবেন—এ যাতনা আর সয় না। তাই আমাদের বন্‌ধের বিরুদ্ধে বন্‌ধ বা প্রতিবাদ দেখার অপেক্ষায় দিন গোণা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বন্‌ধের সপক্ষে প্রচার, আর বন্‌ধের বিপক্ষে প্রচার, দুই তরফেই ভঙ্গিটা কবির লড়াইয়ের মতো। শ্লোগান যখন এ পক্ষে, শ্লোগান তখন ও পক্ষেও। এক সময়ে যাঁরা নির্দ্বিধায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পরামর্শ দেন, বন্‌ধের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরাই হঠাৎ শ্রমিকের দুঃখে চোখ ভাসান, কেন্দ্রের শিল্পনীতিকে একজন যখন বলেন সর্বনাশ চক্রান্ত, অপরজন বলেন স্বর্গের দিশারী। কেউ কারো কথা শুনতে বা মানতে রাজি নন। এদিকে জনগণ বন্‌ধের নাম শুনলেই ছক কষতে শুরু করেন দিনটাকে কিভাবে উপভোগ করা যাবে। তাই বন্‌ধের আগের দিন সন্ধ্যেয় বাজারে সব্জী, মাছ, মুরগী কেনার জন্য ঠেলাঠেলি—এ যেন জাতীয় উৎসব। কেউবা বন্‌ধ সমেত দুই বা তিন দিনের ছুটী পেলে পা বাড়ান ধারে কাছে, একটু হাওয়া বদল করতে। তবে বন্‌ধের প্রতিবাদ যথারীতি রুটিন বাঁধা, শোক সময় বাঁধা। এখন আবার কোনও কোনও চতুর রাজনৈতিক দল বন্‌ধের বিরুদ্ধে মত পোষণ করলেও, বন্‌ধের তাঁরা বিরোধিতা করছেন না। বিপক্ষ দলকে ফাঁকা মাঠে গোল দেবার সুযোগ করে দিয়ে (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতার সূর্য্য বেদনায় ম্লান

কল্যাণকুমার পাল

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। সারা দেশ উত্তাল। স্বাধীনতার আনন্দে সেদিন সমস্ত ম'নুষ মেতে উঠেছিল। আনন্দের জোয়ারে সবাই গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। দিকে দিকে গান আর ফুলের স্তবকে স্বাগত জানানো হয়েছিল ভারতের নূতন সূর্য্য তথা স্বাধীনতাকে। পত্ পত্ করে উড়ছিল জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতার স্বপ্ন সার্থক। শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে ভারতের স্বাধীনতা এলো। পুরাতন গ্লানিময় যুগের অবসান ঘটলো। ভারত প্রবেশ করতে চললো এক নূতন যুগে। তখন থেকেই যাত্রা হল শুরু। সকলের মনে তাই আনন্দের শেষ ছিল না।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মনে এক ফোঁটা আনন্দ নেই—নেই সুখ। স্বাধীনতার যুদ্ধে যে মহান মানুষটি সারাজীবন নিঃস্বার্থভাবে ব্যয় করে গেলেন তাঁর মনের এই অবস্থা কেন? আজ তো তাঁরই সবচেয়ে আনন্দের দিন—খুশীর দিন। তবু স্বাধীনতার উৎসব-আনন্দে তিনি সবার রঙে রঙ মেলাতে পারেননি। অভিমানে তিনি মাউন্টব্যাটেনের বৈঠক ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। ১৪ই আগষ্ট সারারাত তিনি ঘুমোতে পারেননি। আহত পাখির মতো ছট্ফট্ করেছেন। ছোট্ট শিশুর মতো তিনি নীরবে-নিভৃতে কেঁদেছেন, হারিয়ে ফেলেছেন মুখে ভাষা—বুকের শক্তি। তাঁরই হাতে তৈরী নেতারা একে একে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। অঝোরে তাঁর চোখে জল ঝরছে। তিনি শোকে আচ্ছন্ন—অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। ভারতবর্ষের এই দুঃসময়ে তিনি দেশীয় নেতাদের খুব ভালভাবে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁদের মুখে মধু, বুকে বিষ। মীর্জাফরদের দিন শেষ হয়নি তখনো। এই সময় গান্ধীজী আপোষহীন নেতা সুভাষচন্দ্রকে খুব কাছে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেতাজী তখন নেই। রহস্যের অন্ধকারে তিনি হারিয়ে গেছেন। গান্ধীজী খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন যে নেতাজী থাকলে দেশ ভাগ হতো না। দেশ ভাগের যন্ত্রণায় তিনি তখন কাতরাচ্ছেন। আর নেহরুজী, প্যাটেলজীরা তখন পর্দার আড়ালে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় মেতে উঠেছেন।

মধ্য রাতের গভীর অন্ধকারে ভারত স্বাধীন হলো। মাউন্টব্যাটেনের ষড়যন্ত্রে ভারতের বুক চিরে জন্ম নিলো পাকিস্থান। ভারত ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। ভারত বিভাগ এক চূড়ান্ত উন্মত্ততা। গান্ধীজী তাতে রাজী হতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন যে দেশ ভাগ হলে তাঁর শবের উপর দিয়েই হবে। কিন্তু এই বৃদ্ধের কাতর মিনতি কেউ শোনেনি। তাঁর প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে। তাঁকে মইয়ের মতো ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দিল্লীর মসনদে বসার জন্য তখন নেতারা ব্যস্ত। নেতাজী নেই, গান্ধীজী অভিমানে বৈঠক ছেড়ে সরে গেছেন—এই তো সুযোগ। তাই ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে তাঁদের চোখে ঘুম নেই—নেই খাওয়া-দাওয়া। আসমুদ্র হিমাচলের কর্তৃত্ব কার হাতের মুঠোয় আসবে—এই ভাবনায় স্বাধীনতা এলো ভারতের ব্যবচ্ছেদ করে। স্বাধীনতার নামে আমরা পেলাম এক বিকলাঙ্গ স্বাধীনতাকে। চারিদিকে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে তা ছড়িয়ে গেল। দাউ দাউ করে সমস্ত দেশ জ্বলে উঠলো। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্পে ভারতের আকাশ-বাতাস ভরে উঠলো। এ সবই জানা ইতিহাস। তাই স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজী নব আনন্দে জাগতে পারেননি। এই সময় তিনি ব্যথাতুর হৃদয়ে একমাত্র মৃত্যুকেই কামনা করেছিলেন। মধ্যরাতের পাওয়া স্বাধীনতা ছিল গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। নেতাদের মুখগুলি তাই চিনতে পারেননি।

আর সেই অন্ধকার এখনো দূর হয়নি। ভারতবর্ষের বুকে এখনো হাজার হাজার সমস্যা। জাতীয় সংহতি বিপন্ন, কাশ্মীরে দগ্ দগে ঘা টা এখনো শুকোয়নি। কাশ্মীর জ্বলছে—সেখানে শান্তি দূর অস্ত। দেশের অন্যান্য জায়গার অবস্থাও খুব ভালো নেই। দারিদ্র, বেকারী, নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা সাম্প্রদায়িকতা আমাদের চরম লজ্জা তথা স্বাধীন ভারতের অভিশাপ। তাই স্বাধীনতা আমাদের আলো দিতে পারেনি, দিয়েছে শুধু অন্ধকার, আর কণ্ঠভরা বিষ আমরা সেই অন্ধকারেই গা ডুবিয়ে দেখছি স্বাধীনতার সূর্য্য এখনো প্রিয়জন হারানোর বেদনায় ম্লান, অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বন্‌ধ—সহে না যাতনা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সেই দলের পায়ের তলার মাটি আস্তে আস্তে সরিয়ে নিচ্ছেন।

তবে বর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এই 'বন্‌ধ' নামক ছেলেখেলা জনগণের কাছে ক্রমশই ধরা পড়ে যাচ্ছে। আর তা জেনেও যখন তখন বিভিন্ন দল বন্‌ধ ডেকেই চলেছেন। এর কারণ অনুমান করা অবশ্য খুব কঠিন নয়। তবে এই 'মানছি না, মানবো না'র দিন শেষ হবার সময় আসা উচিত। কী মানছি না, কী মানব না সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে।

জলঙ্গির ভাঙন রোধে উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলঙ্গি, ১১ আগষ্ট—জলঙ্গিতে গতবারের সর্বনাশা ভাঙনের পর রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের টনক নড়েছে। তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের আহ্বানে জেলার সাংবাদিকগণ সরেজমিনে পদ্মার ভাঙনরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা দেখে এলেন। ঐ এলাকার ১২০০ মিটার ভাঙন-বিধ্বস্ত পদ্মাপারে বোল্ডারের বাঁধন দেয়া হয়েছে। এ বছর সেই বাঁধন অক্ষত থাকলেও ঘোষপাড়ার কাছে কয়েকটি স্থানে বোল্ডার বসে যাওয়ার লক্ষণ দেখা গেল। বাঁধনের সীমানার পর 'ডাউন ষ্ট্রিমে' নতুন ভাঙনও চোখ পড়ল। অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে এ পর্যন্ত ব্যয়িত ১৬ কোটি টাকাই জলে যাওয়ার সম্ভাবনা।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী এক সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন, ভাঙনরোধে মোট ব্যয় প্রথমে ধরা হয়েছিল ১৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সীমান্ত অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। ৪ কোটি ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। কেন্দ্রের অপর সংস্থা 'অ্যান্টি ইরোসান' বিভাগ দিয়েছেন ২-৫ কোটি। রাজ্য সরকার দিচ্ছেন বাকি টাকা। সমস্ত বোল্ডার (প্রায় দু' লক্ষ কিউবিক মিটার) সরবরাহ করা হয়েছে জেলা পরিষদ থেকে। কাজ করা হয়েছে ভূমিক্ষয় রোধ বিভাগের মাধ্যমে। এই প্রতিবেদক সভাধিপতির কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন—প্রথমে খরচ ১৯ কোটি ধরা হলেও ১৬ কোটি টাকার মধ্যে কীভাবে কাজ শেষ করা হল, বাজেট কি ফাঁপানো ছিল? সভাধিপতি জানান, কাজের সময় নদীর গভীরতা এবং পথের কিছু পরিবর্তনের জন্য খরচ কমে যায়।

ভাঙন রোধে এই যৌথ উদ্যোগের প্রশংসা করেও একটি কথা না বললে প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থাকবে। গত বছর সঠিক সময়ে এই ব্যবস্থা নেয়া হলে শতশত ঘরবাড়ি, স্কুল, থানা, পঞ্চায়েত অফিসসহ হাজার হাজার বিঘা জমি পদ্মার গর্ভে হারিয়ে যেত না। তাই পদ্মার ভাঙনের মুখে এই মহকুমার মিঠিপুর, গিরিয়ার কিছু অঞ্চল, শেখালীপুর, ধুলিয়ানসহ যে সব অঞ্চল সর্বনাশের দিন গুণছে সেখানেও দায় সারা গোছের কাজ না করে এমন কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া দরকার অবিলম্বে।

বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার চুরির অভিযোগে ছ'জন গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় ৩২ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের একটি চালু ট্রান্সফরমার চুরির অভিযোগে পুলিশ প্রথমে একজনকে, পরে ঐ সূত্র ধরে আরো পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। কিছু খোয়া যাওয়া মালপত্র ও তারকাটা সরঞ্জামও উদ্ধার হয়।

থানা অবরোধ, বনধের ডাক (১ পৃষ্ঠার পর)

করতে পারেননি। দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও-এর ফলে অধ্যাপক ভুবন মিশ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন কোন অধ্যাপক কলেজ থেকে বাড়ীতে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হ'ন। কলেজসূত্রে জানা যায়, ঘেরাও-এর প্রতিবাদে ১২ আগষ্ট কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ রাখেন। ১৪ আগষ্ট কংগ্রেসের ডাকা বনধের প্রতিবাদে সি পি এমের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির ডাকে কয়েক হাজার মানুষের বিশাল এক মিছিল শহর পরিক্রমা করে থানায় ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন পৌরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। মহসিন গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে সেকন্দরা, খেজুরতলা এলাকায় গিয়ে আমাদের প্রতিনিধি জানতে পারেন—সেকন্দরা গ্রামের কয়েকজন ঘোষের সঙ্গে পুরোনো শত্রুতার বদলা নিতে ৬ আগষ্ট পাতলাটোলার মুক্তার সেখ, ভোগল সেখ ছাড়া আরো দু'জন বোমা নিয়ে সেকন্দরা যাচ্ছিল। বৃষ্টির জলে পা পিছলে মুক্তার রাস্তায় পড়ে গেলে তার হাতের বোমা ফেটে যায় এবং সে ঘটনাস্থলে মারা যায়। পুলিশ ভোগল সেখকে গ্রেপ্তার করে। বাকি দু'জন পালিয়ে যায়। ভোগলের স্বীকারোক্তি মতো পুলিশ খেজুরতলা থেকে কংগ্রেস সমর্থক মহসিন ডাটাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। ভোগলের স্বীকারোক্তি বা মহসিনের গ্রেপ্তারের ঘটনা একটা 'রাজনীতির খেলা' বলে কিছু গ্রামবাসী অভিমত প্রকাশ করেন। আরো জানা যায়—মহসিন গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস—সিপিএম সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বেশ কিছু ঘর লুট হয়। ভগীরথ ঘোষ, দুর্লভ ঘোষ, সুরেন ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। অশান্তি থামাতে খেজুরতলা ঘাটে নিযুক্ত চাঁদনীচক ক্যাম্পের কয়েকজন বিএসএফ জওয়ান হস্তক্ষেপ করেন। পরে খেজুরবোনা প্রাথমিক স্কুলে শৃঙ্খলা রক্ষায় একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়। বর্তমানে গ্রামের পরিবেশ থমথমে।

সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

নিজেই সুবোধ ভদ্রের রঘুনাথগঞ্জস্থিত বাড়ীতে গিয়ে সদস্যদের অনুপস্থিতিতেই রেজুলেশন খাতা লিখে সভাপতির সই করান ও ফিরে এসে সদস্যদের বাড়ী ঘুরে তাঁদের ঐ খাতায় সই করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সদস্যরা সই তো করেনই না উপরন্তু এই বেআইনী কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করেন। সভাপতি তথা স্কুল পরিদর্শকের এই আচরণে সমস্ত সদস্যই ক্ষুব্ধ এবং এই অনীতির তদন্ত দাবী করেন তাঁরা।

এসডিও অফিস অভিযান (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসীরা। খবর কিছুদিন পূর্বে 'নয়াতালাসী' পাক্ষিক পত্রিকার সাংবাদিক আশিক হোসেনের বিরুদ্ধে নিমতিতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও ক'জন সদস্য, সমসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ গত ২ মে মহকুমা শাসক ও জেলা শাসককে চুরি, ছিনতাই, বাংলাদেশে মালপাচার প্রভৃতি অভিযোগ জানান ও তদন্ত দাবী করেন। সেই অনুযায়ী মহকুমা শাসকের নির্দেশে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এসপি ঘোষ ৭ জুলাই তদন্ত করেন। তদন্তে সমস্ত অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত হয়। তথাপি জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পুনরায় আগামী ২৩ আগষ্ট বেলা ১১ টায় তদন্তের প্রয়োজনে তাঁর অফিস চেম্বারে হাজির থাকতে আশিক হোসেনকে নোটিশ দেন। আশিক হোসেন এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিকে জানান মহকুমা শাসক দেবব্রত পালের এই তদন্তের নামে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও তাঁকে জব্দ করার প্রশাসনিক শক্তির অপপ্রয়োগ করছেন বলে মনে করেন।

জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। পুরাতন পুরসভা নতুন রূপ নেবার সময় কত প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটানো হয়েছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে নতুন বোর্ড গঠন হলো সেই মুহূর্তে সব ফক্কা। নগরবাসীর দুরবস্থা ঘুচলো না।

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই
মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
রেজিষ্ট্রী নং—২০ :: তারিখ—২১।২।৮০
গ্রাম মির্জাপুর ★ পোঃ গনকর ★ জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টীচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। সরকার প্রদত্ত ডিসকাউণ্ট (ছাড়) দেওয়া হয়।

সততাই আমাদের মূলধন

সনাতন দাস সভাপতি | ধনঞ্জয় কাদিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

শারদীয় পুজোয় সেরা আকর্ষণ—
১৮০ টাকা থেকে ২০০ টাকার মধ্যে পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।